কান্ট ও ভারতীয় দর্শন

নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

সূ চি

কথামুখ ৯

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানমীমাংসা

কান্ট ও অভিজ্ঞতাপূর্ববাদী তত্ত্ব ১৯
অভিজ্ঞতাপূর্ববাদী তত্ত্ব ও ভারতীয় দর্শন ৩০
কান্টের চিঠিতে বেদান্তের ঠিকানা ৫১
আকাশ (দেশ) ও কাল: কান্ট ও প্রশস্তপাদ ৭৫
দর্শনের কাজ: কান্ট ও নাগার্জুন ৮৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মমীমাংসা/নীতিবিদ্যা

কান্ট প্রবর্তিত নীতিবিদ্যার মূল কথা ৯১
নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক আলোচনা কি আদৌ প্রয়োজনীয়? ১০২
—ধ্রুপদী ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত

ভারতীয় দর্শনে মানুষ ও তার স্বাতন্ত্র্য ১১১
নৈতিক সমাজ ও মঙ্গল কামনা ১৪২
রাষ্ট্র-কল্যাণ, নৈতিক মানুষ ও নিষ্কাম কর্ম ১৪৯
ভগবদ্গীতায় কর্ম, অকর্ম ও কর্মের রূপ ১৫৩
ভারতীয় মানবদর্শন ১৬৭

ক থা মু খ

'কান্ট ও ভারতীয় দর্শন' এই শিরোনামটি থেকেই একটি প্রশ্ন ওঠে: একদিকে এক ব্যক্তি বিশেষ (কান্ট) এবং অপরদিকে এক দর্শনচিন্তার ধারা, যার মধ্যে অজস্র দার্শনিক সমস্যা, তাদের উত্তর দেওয়ার বহু বিচিত্র চেষ্টা, নানা বিষয়ে বিতর্ক—এই দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কি সম্ভব? প্রশ্নটির মধ্যে সারবত্তা আছে—এই কথা স্বীকার করে নিয়েও আরও একটি বড় প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উঠে আসে: তুলনামূলক দর্শন চর্চার স্বরূপ ও তার লক্ষ্য কী?

চতুষ্পার্শবর্তী জগতের রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই দার্শনিক প্রশ্নগুলির যাত্রা শুরু। এই প্রশ্নগুলি মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসাঃ জগতের সৃষ্টি হল কোথা থেকে?; 'আমি'-র স্বরূপ কী?; মানুষের লক্ষ্য কী? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলি মানুষের জ্ঞান লাভের ইচ্ছাকে সূচিত করে। কালের গতিতে এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে আরও অনেক নতুন প্রশ্ন উঠেছে এবং তার সাথে সেই নতুন

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নানা দিকে সেই আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। এইভাবে কিছু প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কিছু পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দর্শন তার নিজের রাজ্যকে তৈরি করেছে। দর্শন হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে নি। একটি প্রশ্ন উত্থাপন করার পিছনেও কিছু প্রেক্ষাপট থাকে, সেই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু জ্ঞান পূর্বস্বীকৃত থাকে। এবং নানা ঐতিহাসিক আপতিক ঘটনার ফলে সেই পূর্বস্বীকৃত জ্ঞান দেশে দেশান্তরে নানাভাবে বিকশিত হয়। চিন্তাশীল মনের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার জন্য নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রশ্নগুলিকে বুঝতে গিয়ে, তাদের সুসম্বদ্ধ উত্তর দিতে গিয়ে দর্শনে বহুবিধ বিচিত্র মতবাদের জন্ম হয়েছে। এমন কি একই ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত হয়েও বিভিন্ন মানুষের যাপিত অভিজ্ঞতার ভিন্নতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে মানুষ তার বৌদ্ধিক যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে। তাই বিভিন্ন চিন্তকের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন গুরুত্ব পেয়েছে, সেই প্রশ্নগুলির উত্তরও বিভিন্ন ধারায় এগিয়েছে। দর্শনচিন্তার জগতে এই বহুত্ববাদ অনস্বীকার্য। ভারতীয় দর্শনের টীকা–ভাষ্য পরম্পরার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় কিভাবে এক একটি প্রস্থানের দার্শনিকরা অপর প্রস্থানের দার্শনিকদের সাথে নিরন্তর তর্কে নিযুক্ত এবং এই তর্ক-

বিতর্কের মাধ্যমে কখনো স্বীয় অবস্থানকে পরিশীলিত করা, কখনো স্বীয় আচার্যর সিদ্ধান্তকে নতুন রূপে প্রকাশ করা, এমনকি কখনো কখনো বিরোধীপক্ষের যুক্তিকে কল্পনা করে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা। সেই কারণে ভারতীয় দর্শনে কোনো একটি প্রস্থানের সিদ্ধান্তকে বুঝতে গেলে তার বিরোধী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। প্রস্থানিক তুলনামূলক দর্শনের এটি এক চমৎকার প্রকাশ।

ইংরেজ শাসনের আগমনে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে তুলনামূলক দর্শনচর্চার এক নতুন আঙ্গিক দেখা গেল। নানা কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় ভারতীয় সমাজের অবস্থা ছিল ক্ষয়িষ্ণু। সেই কারণেই তখন অনেকেই ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনকেও অনেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে দেশজ টোল ভিত্তিক শিক্ষার অবসান ঘটল। ইউরোপীয় চিন্তার সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল ভারতীয় জনমানসের। ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ইউরোপীয় দর্শনের পাঠদান শুরু হল। ভারতীয় ছাত্ররা ইউরোপীয় দার্শনিকদের সিদ্ধান্তের সাথে পরিচিত হলেন।

স্বদেশী ভাবনার প্রসারের ফলে, কোনো কোনো ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তার সাথে কিছু ধ্রুপদী ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সাযুজ্য দেখিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, বহু ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তা প্রাচীন ভারতে আলোচিত ও